كتاب التقوى والمتقين

তাক্বওয়া ও মুত্তাক্বীন

সংকলন ঃ-

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

তাক্বওয়া ও মুত্তাক্বীন

গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২২

মুদ্রিত মূল্য: ২৯০ (দুইশত নব্বই) টাকা

অনলাইন পরিবেশক: আলোকিত বই বিতান, রকমারি, ওয়াফি লাইফ, SalafiBooksbd.com, মাতৃভাষা প্রকাশ, আল ইখলাস ষ্টোর, নিউ লেখা প্রকাশনী (ইন্ডিয়া)

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ : আলোকিত প্রকাশনী টীম

সূচিপত্র

প্রকাশকের বাণী - ৫

অবতরণিকা - ৭

তাক্বওয়ার অর্থ - ১০

তাক্বওয়ার প্রকৃতত্ব - - - - - - - - - - - - - - - - - - ১৮

তাক্বওয়া হবে গোপনে ও প্রকাশ্যে - - - - - - - - - - - - ২৬

তাক্বওয়ায় মুত্তাক্বীর আত্মমুগ্ধতা - - - - - - - - - - - - - ২৮

তাক্বওয়ার স্তরবিন্যাস - - - - - - - - - - - - - - - - - ৩৩

তাক্বওয়া শব্দের কাছাকাছি অর্থবোধক শব্দাবলী - - - - - - ৩৫

মুত্তাক্বীর কাছাকাছি কতিপয় পারিভাষিক শব্দ - - - - - - - ৪১

তাক্বওয়ার মৌলিকতা - - - - - - - - - - - - - - - - - ৫০

তাক্বওয়ার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব - - - - - - - - - - - - - - ৫৬

তাক্বওয়া হল হৃদয়ের জিনিস - - - - - - - - - - - - - - ৯২

আমল কবুলে তাক্বওয়ার প্রভাব - - - - - - - - - - - - - ৯৭

তাক্বওয়া বিবিধ কর্মের হেতু - - - - - - - - - - - - - - ১০২

মহানবী ﷺ ছিলেন সবার চাইতে বড় মুত্তাক্বী - - - - - - - ১০৮

মুত্তাক্বীদের গুণাবলী (১) - - - - - - - - - - - - - - - ১১৫

মুত্তাক্বীদের গুণাবলী (২) - - - - - - - - - - - - - - - - ১৫১

তাক্বওয়ার প্রতি পৌঁছনোর সংক্ষিপ্ত পথরাজি - - - - - - - ১৫৬

তাক্বওয়ার লক্ষণরাজি - - - - - - - - - - - - - - - - ১৫৭

তাক্বওয়ার পার্থিব সুফল - - - - - - - - - - - - - - - ১৬৭

তাক্বওয়ার পারলৌকিক সুফল - - - - - - - - - - - - - - ১৯৯

কীভাবে মুত্তাক্বী হবেন?- - - - - - - - - - - - - - - - ২২০

তাক্বওয়ার জন্য দুআ - - - - - - - - - - - - - - - - ২২৯

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের বাণী

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াসস্বলাতু ওয়াসসালামু আ'লারসূলিল্লাহ, আম্মাবা'দ... তাক্বওয়ার গুরুত্ব যে কত ব্যাপক তা বলে বুঝানো হয়ত কঠিন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তার কালাম মহা গ্রন্থ আল কুরআন দিয়েছেনই মুত্তাক্বীদের হেদায়েতের জন্য। এমনকি ইবাদতের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআ'লা বিধান প্রনয়ণ করে এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যেন আমরা মুত্তাক্বী হতে পারি, আল্লাহ তাআ'লা বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা পরহেযগার(মুত্তাক্বী) হতে পার। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৩)

আল্লাহ তাআ'লা চান আমরা যেন মুত্তাক্বী তথা আত্মসংযমী, পরহেজগার হই, প্রকাশ্য এবং গোপনে তার বিধানগুলো মেনে চলি, সর্বাবস্থায় তাকে ভয় করে চলি, এমন সম্প্রদায়ের মত না হই যারা প্রকাশ্যে ভালো সাজে অথচ গোপনে আল্লাহকে ভয় করে না, তার বিধানের তোয়াক্কা করে না, এমন লোকদের তিহামা(মক্কা ও ইয়ামানের মধ্যবর্তী এক বিশাল লম্বা শ্রেণীবদ্ধ) পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসমূহও মহামহিম আল্লাহ

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

বর্তমান বিশ্বে তাক্বওয়ার গুরুত্ব যে কত বিশাল তা বুঝাবার সাধ্য নেই। কিছু মানুষ ছাড়া সকল মানুষ তাক্বওয়া-হারা, সকলেই যেন দুনিয়ামুখী আখেরাত-বৈমুখ। সবাই যেন অর্থ, বাড়ি-গাড়ি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য মহা প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যস্ত। সবাই উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করতে চায়... দ্বীনের শিক্ষায় হোক বা দুনিয়াবী শিক্ষায়... উদ্দেশ্য হল একটা ভালো চাকরি পাওয়া। একটি পুরুষ ধনবতী সুন্দরী স্ত্রী চায়, একটি নারী ধনবান সুশ্রী স্বামী পেতে চায়। যেন দুনিয়াই সবকিছু, সকল প্রাপ্তির এখানেই শেষ। যেন পরকাল বলে কিছু নেই, মরণ হলেই সব শেষ। যেন কোন কিছুর হিসাব দিতে হবে না। প্রকৃত সাফল্য যেন পার্থিব জগতের সাফল্য।

অধিকাংশ মানুষের ধারণা, এ দুনিয়ায় যে বঞ্চিত সেই প্রকৃত বঞ্চিত। তাদের ধারণায় নেই যে, পার্থিব সুখ-সম্পদ ও বিলাসসামগ্রী লাভ করাই প্রকৃত সৌভাগ্যের কারণ নয়। তারা জানে না যে, প্রকৃত সুখী হল তাক্বওয়াবানেরা।

তারা জানে না যে তাক্বওয়ার গুরুত্ব কী? তাক্বওয়ার মাহাত্ম্য কী?

তারা জানে না যে, তাক্বওয়া হল বহু সমস্যার সমাধান। তাক্বওয়া হল ইসলামী সুখী পরিবার, শান্তিময় সমাজ গড়ার মূল বুনিয়াদ।

দুই: ইবাদত ও আনুগত্য

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

“হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।” (আলে ইমরান ঃ ১০২)

‘যথার্থভাবে ভয় কর’ অর্থাৎ, যথার্থভাবে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য কর।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেছেন,

هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر.

‘তা হল, আল্লাহর বাধ্য থাকা এবং তাঁর অবাধ্য না হওয়া, তাঁকে স্মরণ করা এবং তাকে বিস্মৃত না হওয়া, তাঁর কৃতজ্ঞতা করা এবং কৃতঘ্নতা না করা।’ (ইবনে কাষীর)

তিন: হৃদয়কে পাপশূন্য রাখা

বাস্তবে এ অর্থেই আছে তাক্বওয়ার প্রকৃতত্ব। লক্ষ্য করুন মহান আল্লাহর বাণী,

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর তাক্বওয়া অবলম্বন করে, তারাই হল কৃতকার্য।” (নূর ঃ ৫২)

তাক্বওয়ার প্রকৃতত্ব

তাক্বওয়া সৃষ্টির প্রতি মহান আল্লাহর মাহাত্ম্যপূর্ণ অসিয়ত। যাতে সন্নিবিষ্ট রয়েছে তাঁর অধিকার এবং তাঁর বান্দার অধিকার।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন যথার্থভাবে তাঁর তাক্বওয়া অবলম্বন করি। প্রকৃতপক্ষে তাক্বওয়ার সঠিকার্থে যেন আমরা তাঁকে ভয় ক’রে চলি।

তাক্বওয়ার প্রকৃতত্ব হল, বান্দার নিজের মাঝে এবং যাকে সে ভয় করে তার মাঝে এমন বাঁচোয়া রাখা, যা তাকে বাঁচায় ও রক্ষা করে।

বান্দা নিশ্চয় নিজ প্রতিপালককে ভয় করে। তবে ভয় ক’রে সে তাঁর দিকেই ফিরে আসে। যেমন শিশুকে মা শাস্তি দিলেও কেঁদে ছুটে মায়ের কোলেই নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে। বাঘকে ভয় করলে তা দেখে প্রাণ রক্ষার তাকীদে তার বিপরীত দিকে ছুটে পলায়ন করা হয়। কিন্তু আল্লাহকে ভয় করলে তাঁর দিকেই প্রাণ রক্ষার জন্য ফিরে যেতে হয়।

বান্দার প্রতিপালককে ভয় করার মানে হল, তাঁর অসন্তোষ, ক্রোধ ও শাস্তিকে ভয় করা। তার জন্য এমন বাঁচোয়া ব্যবহার করা, যা তাকে সে সব থেকে বাঁচাবে ও রক্ষা করবে। আর সে বাঁচোয়া হল, তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করা, তাঁর অবাধ্যাচরণ থেকে দূরে থাকা।

লক্ষ্য করুন, মহান আল্লাহ কখনও নিজেকে ভয় করতে বলেছেন।

وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নিকট তোমাদেরকে একত্র করা

তাক্বওয়ার স্তরবিন্যাস

তাক্বওয়ার তিনটি স্তরে বিন্যস্ত।

প্রথম স্তর ঃ চিরস্থায়ী জাহান্নামের আযাবকে ভয় করে তাক্বওয়া।

আর সেটা হয় কুফরী থেকে দূরে থেকে ঈমান ও তাওহীদ বহাল রাখার মাধ্যমে। তাওহীদের কালেমাকে কালিমালিপ্ত না ক'রে ঈমান রক্ষা করার মাধ্যমে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

"তাদেরকে (মু'মিনদেরকে) তাক্বওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।" (ফাতহ ঃ ২৬)

আয়াতে তাক্বওয়ার বাক্য হল তাওহীদের কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

দ্বিতীয় স্তর ঃ প্রত্যেক সেই কাজ থেকে দূরে থাকা, যাতে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার আছে।

অনেকে বলেছেন, সাগীরা গোনাহ বা লঘুপাপ, উপপাপ ও ক্ষুদ্রপাপ থেকেও বেঁচে থাকা।

আর এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে নিম্নের আয়াতে,

করব; এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।" (বাক্বারাহঃ ৪০)

৭। হাইবাহ (هيبة)

এ শব্দের অর্থ, শ্রদ্ধা ও তা'যীম-মিশ্রিত ভয়।

এ শব্দটি কুরআন কারীমে আসেনি।

মুত্তাক্বীর কাছাকাছি কতিপয় পারিভাষিক শব্দ

আল্লাহর অলী, আওলিয়া

এ কথা বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে যে, যারা মুত্তাক্বীন, তারাই আওলিয়া।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنوا وَكانوا يَتَّقونَ

"মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে আর না তারা বিষণ্ন হবে। তারা হচ্ছে সেই লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন ক'রে থাকে।" (ইউনুসঃ ৬২-৬৩)

স্বালেহ, স্বালেহীন (নেক বা সৎলোক)

স্বালেহ মানে সৎলোক, সৎকর্মপরায়ণ বা সৎশীল। মুত্তাক্বীরাও স্বালেহীন; যারা স্বালেহ বা নেক আমল ক'রে আল্লাহর সাথে তাদের

তাক্বওয়ার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার নির্দেশ

তাক্বওয়ার গুরুত্ব আছে বলেই তার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার নির্দেশ এসেছে কুরআনে। আর নিষেধ এসেছে তার পরিপন্থী বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

"সৎ কাজ ও তাক্বওয়া (আত্মসংযমে) তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর।" (মায়িদাহ ঃ ২)

তাক্বওয়া ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর সাথে সম্পৃক্ত

মহান আল্লাহ বলেছেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশ্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণকে বিশ্বাস করলে এবং অর্থের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন,

“যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা কিংবা তিনটি বোন, অথবা দুটি কন্যা কিংবা দুটি বোন থাকবে, অতঃপর সে আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, সেই ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (আহমাদ ১১৩৮৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯৪নং)

তিনি আরো বলেছেন,

(خَمْسٌ مَنْ اتَّقَى اللَّهَ بِهِنَّ مُسْتَيْقِنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَيْقَنَ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ).

“পাঁচটি কর্ম এমন আছে, যে ব্যক্তি দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে তার মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও রসূল, আর মৃত্যু সম্বন্ধে, পুনরুত্থান সম্বন্ধে এবং হিসাব সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাসী হবে।” (আহমাদ ২৩১০০নং)

তাক্বওয়া হল কিয়ামতে ধ্বংস ও আযাব থেকে বাঁচার অন্যতম কারণ

কিয়ামতের দিন মুত্তাক্বীরা পরিপূর্ণ নিরাপদে থাকবে, তাদেরকে কোন প্রকার অমঙ্গল স্পর্শ করবে না। তারা যে পর্যন্ত না শান্তিনিকেতন জান্নাতে পৌঁছে যাবে, সে পর্যন্ত কোন অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন তারা হবে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (الزمر: ١٦)

“আল্লাহ মুত্তাক্বীদেরকে তাদের সাফল্য-সহ উদ্ধার করবেন; অমঙ্গল

মহানবী ﷺ ছিলেন সবার চাইতে বড় মুত্তাক্বী

যেহেতু তাক্বওয়ার মান ও গুরুত্ব এত বেশি এবং তারই ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার হয়, সেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন সবার চাইতে বড় মুত্তাক্বী। আর এ কথা তিনি নিজের মুখে বলেছেন।

না, আত্মপ্রশংসার জন্য নয়; বরং মানুষের মনে সংশয় দূরীভূত করার জন্য।

আনাস ﷺ বলেন, তিন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের বাসায় এলেন।

তাঁরা তাঁদেরকে নবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর যখন তাঁদেরকে তার সংবাদ দেওয়া হল, তখন তাঁরা যেন তা অল্প মনে করলেন এবং বললেন, 'আমাদের সঙ্গে নবী ﷺ-এর তুলনা কোথায়? তাঁর তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন করে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন)।' সুতরাং তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব।' দ্বিতীয়জন বললেন, 'আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা ছাড়ব না।' তৃতীয়জন বললেন, 'আমি নারী থেকে দূরে থাকব, জীবনভর বিয়েই করব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের নিকট সে সব কথা শুনে তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন,

(أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا واللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّساءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي).

"তোমরা এই এই কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের

মুত্তাক্বীদের গুণাবলী (১)

মুত্তাক্বী হল প্রকৃত দ্বীনদার, খাঁটি ঈমানদার, অকৃত্রিম আল্লাহভীরু, যে ভয় করে আল্লাহকে, তাঁর আধ্যাচরণকে, তাঁর ক্রোধ, আযাব ও জাহান্নামকে।

তার প্রকৃতার্থে দ্বীন ও সৎচরিত্রের সকল বিষয়ই এসে যায়। তবুও বিশেষভাবে মুত্তাক্বীদের গুণ হিসাবে কুরআন ও সুন্নাহতে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, তার অনেকাংশ আমরা সাধ্যমতো আলোচনা করব ইন শাআল্লাহ।

১। গায়বী ঈমান

গায়বী ঈমান মানে অদৃশ্য, অদেখা বা অনুপস্থিত কোন বিষয়ে বিশ্বাস। দেখা জিনিসকে বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয় না। কোন জিনিসকে দেখলে তার সম্বন্ধে চাক্ষুষ প্রত্যয় ও সুনিশ্চিত ধারণা জন্মে। কিন্তু বহু বিষয় আছে, যা না দেখেই বিশ্বাস করতে হয়। আর তা হয় সুনিশ্চিত সন্দেহহীন বিশ্বাস। আর তা কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথায় ঈমান রেখে।

আল্লাহকে মানুষ না দেখেই বিশ্বাস করে। অনুরূপ ফিরিশ্তা-জগৎ, জিন-জগৎ, কবরের আযাব, কিয়ামত, মীযান, পুলসিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি না দেখেও মু'মিনরা বিশ্বাস করে। সুতরাং এ গুণ মুত্তাক্বীনদের হবে, সেটাই স্বাভাবিক।

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমের ভূমিকার পরে তার প্রারম্ভেই বলেছেন,

الٓمٓ، ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ.

[إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ (١٤) وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢٤) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٤) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ] (٤٤)

"আল্লাহ-ভীরুরা থাকবে ছায়া ও ঝরনাসমূহে। তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে। তোমরা তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।"
(মুরসালাত ঃ ৪১-৪৪)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً (١٣) حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً (٢٣) وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً (٣٣) وَكَأْساً دِهَاقاً (٤٣) لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا كِذَّاباً (٥٣) جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَاباً

"নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুদের জন্যই রয়েছে সফলতা; উদ্যানসমূহ ও নানাবিধ আঙ্গুর। এবং উদ্ভিন্ন-যৌবনা সমবয়স্কা তরুণীগণ। এবং পরিপূর্ণ পানপাত্র। সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার ও মিথ্যা কথা। (এ হবে তাদের জন্য) তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রতিদান, যথেষ্ট অনুদান।" (নাবা ঃ ৩১-৩৬)

পবিত্র স্ত্রী ও মহান আল্লাহর চিরসন্তুষ্টি

[زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ](آل عمران : ٤١-٥١)

১২। মুত্তাক্বীগণের জীবনী পড়ুন

পাকাপোক্ত মুত্তাক্বী হতে এবং তাক্বওয়ার পথে কষ্টে সান্ত্বনা পেতে মুত্তাক্বীদের জীবনী পড়ুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম ﷺ, তাবেঈন ও ইমাম তথা সলফগণের জীবনী অধ্যয়ন করুন।

আল্লাহ আপনাকে তওফীক দিন।

তাক্বওয়ার জন্য দুআ

মু'মিনগণ জানেন যে, মহান আল্লাহর তওফীক ও সাহায্য ছাড়া সৎকর্ম করা ও অসৎকর্ম ছাড়ার ক্ষমতা মানুষের নেই। মানুষের এখতিয়ার আছে, কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্য চাই। তাই তো তাঁরা সব কিছু তঁারই কাছে প্রার্থনা করে থাকেন। তাক্বওয়া একটি বিশাল জিনিস, নিজেদের চেষ্টার সাথে সেটিও তাঁরা তাঁর কাছেই প্রার্থনা করেন।

ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ যখন সফরে বেরিয়ে উটের পিঠে স্থির হয়ে বসতেন, তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এই দুআ পড়তেন,

(سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقوَى ، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرضَى.....).

অর্থাৎ, পবিত্র ও মহান যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! নিশ্চয়